অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১ *গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে গড়ে ওঠা চারটি আঞ্চলিক রাজবংশের নাম উল্লেখ করো।*

উত্তর। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে গড়ে ওঠা প্রধান চারটি আঞ্চলিক রাজ্য হলো— ১। মগধের পরবর্তী গুপ্তবংশ, ২। কনৌজের মৌখরী বংশ, ৩। থানেশ্বরের পুষ্যভূমি বংশ ও ৪। গুজরাটের বলভী অংশ।

প্রশ্ন ২ *প্রাচীন বাংলার কয়েকটি জনপদের নাম লেখো।*

উত্তর। প্রাচীন বাংলার কয়েকটি জনপদ হলো—গৌড়, হরিকেল, তাম্রলিপ্ত, পুন্ড্রবর্ধন, রাঢ়, বঙ্গ, সমতট।

প্রশ্ন ৩ *শশাঙ্ক সম্পর্কে মূল প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কী? তাঁর রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল?*

উত্তর। শশাঙ্ক সম্পর্কে মূল প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হলো গঞ্জাম লিপি (৬১৯ খ্রিঃ)।

- শশাঙ্কের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ বা কানাসোনা।

প্রশ্ন ৪ *বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজার নাম উল্লেখ করো। তাঁর রাজধানীর নাম কী? অথবা, শশাঙ্ক কে ছিলেন?* *(ক. বি. ২০১০)*

উত্তর। বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজার নাম হলো শশাঙ্ক।

- শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কর্ণসুবর্ণ যা মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত।

প্রশ্ন ৫ *কোন্ রাজা 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন? তাঁর রাজধানীর নাম কী?*

উত্তর। বাংলার রাজা শশাঙ্ক 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন।

- শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কর্ণসুবর্ণ বা কানাসোনা।

প্রশ্ন ৬ *গৌড়রাজ শশাঙ্ক কবে স্বাধীন গৌড়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন? তাঁর মৃত্যু কবে হয়?*

উত্তর। গৌড়রাজ শশাঙ্ক ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন গৌড়রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

- গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যু হয় ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে।

প্রশ্ন ৭ *মাৎস্যন্যায়ের যুগ বলতে কী বোঝ?* *(ব. বি. ২০০৪)*
অথবা, "মাৎস্যন্যায়" কী? *(ব. বি. ২০০৬, ২০১৬)*

উত্তর। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ) একশ বছর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকারময় ও নৈরাশ্যজনক অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধ পন্ডিত **তারানাথের** গ্রন্থে এই সময়কার বাংলার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার চিত্রটির বিবরণ পাওয়া যায়। এই সময়ে বাংলায় কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না—সামন্ত প্রভুরা নিজ নিজ এলাকায় ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছিলেন। রাজনৈতিক অনৈক্যের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অবনতি বাংলার জনজীবনে দুর্দশা টেনে আনে।

প্রশ্ন ৮ *'গৌড়তন্ত্র' কী?* *(ব. বি. ২০১০)*

উত্তর। গৌড়রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর (৬৩৭ খ্রিঃ) পর প্রায় ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, অর্থনৈতিক ও সামগ্রিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধশাস্ত্র **'আর্যমঞ্জুশ্রীকল্প'**তে বাংলার এই অবস্থাকে 'গৌড়তন্ত্র' বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৯ *কোন্ লিপিতে 'মাৎস্যন্যায়' শব্দটি প্রথম উল্লেখিত হয়েছিল? কে এই অবস্থার অপসারণ ঘটিয়েছিলেন?*

উত্তর। খালিমপুর তাম্রপট্ট-এ 'মাৎস্যন্যায়' শব্দটি প্রথম উল্লেখিত হয়েছিল।

- পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা তথা 'প্রকৃতিপুঞ্জ' দ্বারা নির্বাচিত বাংলার রাজা গোপাল এই অবস্থার অপসারণ ঘটিয়েছিলেন।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১০ *'খালিমপুর' তাম্রশাসন' কার শাসনকালে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল? এটির বক্তব্য কী?*

উত্তর। খালিমপুর তাম্রশাসন পালরাজা ধর্মপালের শাসনকালে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল।

♦ খালিমপুর তাম্রশাসন-এ বাংলায় গোপালের সিংহাসন লাভের মাধ্যমে কীভাবে পালবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তা বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ১১ *পাল বংশের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয়েছিল?*

উত্তর। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকৃতিপুঞ্জের সমর্থনে গোপাল বাংলার রাজারূপে নির্বাচিত হন। কারও মতে, সাধারণ মানুষ নয় বাংলার তৎকালীন সামন্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নির্বাচনের মাধ্যমে গোপালকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। এভাবেই বাংলায় পাল বংশের শাসন শুরু হয়।

প্রশ্ন ১২ *পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? পালবংশের শ্রেষ্ঠরাজার নাম ও উপাধি উল্লেখ করো।*

উত্তর। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন গোপাল।

♦ পালবংশের শ্রেষ্ঠরাজার নাম হলো দেবপাল। তাঁর উপাধি ছিল 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক'।

প্রশ্ন ১৩ *কোন্ পালরাজার সময়কালে 'ত্রিশক্তি লড়াই' শুরু হয়। এই লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু কোথায় ছিল?*

উত্তর। পালরাজা ধর্মপালের সময়কালে 'ত্রিশক্তি লড়াই' শুরু হয়।

♦ 'ত্রিশক্তি লড়াই'-এর কেন্দ্রস্থল ছিল রাজা হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজ।

প্রশ্ন ১৪ *কোন্ পাল রাজা কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করে কাকে কনৌজের সিংহাসনে বসান?*

উত্তর। পালরাজা ধর্মপাল কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন।

♦ ধর্মপাল কনৌজের সিংহাসনে বসান চক্রায়ুধকে।

প্রশ্ন ১৫ *ধর্মপাল কী উপাধি গ্রহণ করেন?*

উত্তর। ধর্মপাল 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১৬ *কে, কেন ধর্মপালের রাজত্বকালকে 'বাঙালির জীবনপ্রভাত' বলে অভিহিত করেছেন?*

উত্তর। ঐতিহাসিক **রমেশচন্দ্র মজুমদার** ধর্মপালের রাজত্বকালকে **'বাঙালির জীবনপ্রভাত'** বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, তাঁর রাজত্বকালে (১) আর্যাবর্তের এক ব্যাপক অঞ্চলে বাংলার আধিপত্য স্থাপিত হয়; (২) শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি হয়।

প্রশ্ন ১৭ *কোন্ পাল রাজাকে কেন 'উত্তরাপথস্বামীন' বলা হয়?*

উত্তর। পালরাজা ধর্মপালকে 'উত্তরাপথস্বামীন' বা উত্তর ভারতের অধিপতি বলা হয়।

♦ ধর্মপালের শাসনকালে পাল সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে পৌঁছায়। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তিনিই প্রথম সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তিনি **'উত্তরাপথস্বামীন'** নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ১৮ *পাল সাম্রাজ্যের 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' কে? তিনি কেন এই নামে পরিচিত?*

উত্তর। পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পালরাজা মহীপাল।

♦ ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে পাল-সিংহাসনে বসে মহীপাল উত্তর ও পূর্ববঙ্গ পুনরুদ্ধার করে আংশিকভাবে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই তিনি পাল সাম্রাজ্যের 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ১৯ *চক্রায়ুধ কে ছিলেন? কে তাঁকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন?*

উত্তর। চক্রায়ুধ ছিলেন কনৌজের সিংহাসনের দাবিদার।

♦ বাংলার পাল-সম্রাট ধর্মপাল কনৌজের শাসক ইন্দ্রায়ুধকে ক্ষমতাচ্যুত করে চক্রায়ুধকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন।

প্রশ্ন ২০ *ত্রি-পক্ষীয় সংগ্রামের প্রধান 'ইস্যু' কী ছিল? কারা এই সংগ্রামে জড়িত ছিল? (ব. বি. ২০০০)*

উত্তর। ত্রি-পক্ষীয় সংগ্রামের প্রধান 'ইস্যু' ছিল— কনৌজের ওপর আধিপত্য স্থাপন করা।

♦ ত্রিপক্ষীয় সংগ্রামে জড়িত ছিল বাংলার পাল রাজবংশ, মালবের প্রতিহার রাজবংশ ও দক্ষিণভারতের রাষ্ট্রকূট রাজবংশ।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ২১ *'ত্রিপক্ষীয় সংগ্রাম' বলতে কী বোঝ?*

উত্তর। হর্ষবর্ধন পরবর্তী যুগে কনৌজের ওপর আধিপত্য স্থাপনকে কেন্দ্র করে বাংলার পাল, মালবের প্রতিহার ও দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে প্রায় ২০০ বছর ধরে যে সংঘর্ষ চলেছিল তা 'ত্রিপক্ষীয় সংগ্রাম' বা 'ত্রিশক্তি সংগ্রাম' নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ২২ *কোন্ পালরাজার শাসনকালে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়? কোন্ পালরাজা এই বিদ্রোহ দমন করেন?*

উত্তর। পালরাজা মহীপালের শাসনকালে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়।

♦ পালরাজা রামপাল কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করেন।

প্রশ্ন ২৩ *কে কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং কখন?*
অথবা, কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন? *(ব. বি. ২০১১)*

উত্তর। কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দিব্য বা দিব্যক। *(ক. বি. ২০১০)*

♦ দিব্য বা দিব্যক পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকালে বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।

প্রশ্ন ২৪ *কৈবর্ত বিদ্রোহ কী? এই বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন?* *(ব. বি. ২০১৫)*

উত্তর। পালরাজা মহীপালের শাসনকালে বাংলার বরেন্দ্রভূমিতে দিব্যর নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ হয়েছিল তা কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

♦ এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দিব্য বা দিব্যক।

প্রশ্ন ২৫ *কৈবর্ত বিদ্রোহের কারণ কী ছিল?*

উত্তর। কৈবর্ত বিদ্রোহের কারণগুলি হলো—(১) দ্বিতীয় মহীপাল তাঁর ভ্রাতাদের হত্যা করে অবৈধভাবে সিংহাসনে বসেন। তাই দেশহিতের জন্য দিব্য দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন ও নিজেকে বরেন্দ্রভূমির স্বাধীন রাজারূপে ঘোষণা করেন। (২) পালরাজাদের অত্যাচার ও আর্থিক শোষণ থেকে কৈবর্তদের মুক্তির উদ্দেশ্যে দিব্য রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন।

প্রশ্ন ২৬ *'রামচরিত' গ্রন্থটির লেখক কে? এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?* *(ব. বি. ২০১০)*

উত্তর। 'রামচরিত' গ্রন্থটির লেখক হলেন সন্ধ্যাকর নন্দী।

♦ 'রামচরিত' গ্রন্থ থেকে পাল রাজা রামপালের রাজত্বকালের কথা জানা যায়। এছাড়া এই গ্রন্থ থেকে কৈবর্ত বিদ্রোহের কথাও জানা যায়।

প্রশ্ন ২৭ *কোন্ গ্রন্থে কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা বর্ণিত হয়েছে? এই গ্রন্থের রচয়িতা কে?*

উত্তর। 'রামচরিত' গ্রন্থে কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা বর্ণিত হয়েছে।

♦ 'রামচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন পালরাজা রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী।

প্রশ্ন ২৮ *'রামচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা কে? এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু কী?*
অথবা, 'রামচরিত' কে লিখেছিলেন? তিনি বাংলার কোন্ রাজবংশের শাসনাধীন ছিলেন?
(ব. বি. ২০১২)

উত্তর। 'রামচরিত' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী।

♦ 'রামচরিত' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সন্ধ্যাকর নন্দী পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গের নিবাসী ছিলেন। তিনি বাংলার পাল রাজবংশের শাসনাধীন ছিলেন। এই গ্রন্থে বরেন্দ্র ও রামাবতী নগরের বর্ণনা ও কৈবর্ত রাজ ভীমের সঙ্গে রামপালের যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। এই শ্লেষাত্মক কাব্যের রচনাশৈলী ছিল আশ্চর্যজনক—এ থেকেই একদিকে রামায়ণের রামচন্দ্র ও অন্যদিকে পাল সম্রাট রামপালের কাহিনি সুকৌশলে বিবৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ২৯ *অতীশ দীপঙ্কর কে ছিলেন?*

উত্তর। পালযুগের একজন বিখ্যাত পন্ডিত ও দার্শনিক ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর। তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামেও পরিচিত। ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারে বা

Scanned with CamScanner

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের একজন বিশিষ্ট পন্ডিত ও প্রচারক ছিলেন। তাই তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিব্বতে যান। এখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন।

প্রশ্ন ৩০ *পালযুগের কয়েকটি মহাবিহারের নাম লেখো।*

উত্তর। পালযুগের কয়েকটি মহাবিহারের নাম হলো—ওদন্তপুরী মহাবিহার, সোমপুরী মহাবিহার, বিক্রমশীলা মহাবিহার। এগুলি পালযুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি এই যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ৩১ *পালযুগের দু'জন বিখ্যাত ভাস্করের নাম উল্লেখ করো।*

উত্তর। পালযুগের দু'জন বিখ্যাত ভাস্করের নাম হলো ধীমান পাল ও বীতপাল। এঁরা ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কনে খুব পারদর্শী ছিলেন।

প্রশ্ন ৩২ *পালবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক কে? তাঁর রাজধানীর নাম কী?*

উত্তর। পালবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন রামপাল।

- রামপালের রাজধানীর নাম হলো রামাবতী।

প্রশ্ন ৩৩ *বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তাঁর পরবর্তী সেন রাজার নাম কী?*

উত্তর। বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন।

- সামন্ত সেনের পরবর্তী সেন রাজার নাম হলো হেমন্ত সেন।

প্রশ্ন ৩৪ *বাংলায় সেন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে?*

উত্তর। বাংলায় সেন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিজয় সেন।

- বাংলায় সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বল্লাল সেন।

প্রশ্ন ৩৫ *'বিজয় প্রশস্তি' কে রচনা করেন? এতে কোন্ রাজার কাহিনি বর্ণনা রয়েছে?*

উত্তর। 'বিজয় প্রশস্তি' রচনা করেন কবি শ্রীহর্ষ।

- 'বিজয় প্রশস্তি'তে সেন রাজা বিজয় সেনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৬ *'দেওপাড়া প্রশস্তি'র রচয়িতা কে? এটি থেকে কোন্ রাজার কথা জানা যায়?*

উত্তর। 'দেওপাড়া প্রশস্তি'র রচয়িতা হলেন উমাপতি ধর।

- দেওপাড়া প্রশস্তি থেকে সেন রাজা বিজয় সেনের কথা জানা যায়।

প্রশ্ন ৩৭ *বাংলায় কৌলিন্য প্রথা কে প্রবর্তন করেন? তাঁর রচিত যে কোনো একটি গ্রন্থের নাম লেখো।*
(ব. বি. ২০১০, ২০১৪, ২০১৬)

উত্তর। বাংলায় কৌলিন্য প্রথা সেন রাজা বল্লাল সেন প্রবর্তন করেন।

- বল্লাল সেনের রচিত একটি কাব্যগ্রন্থের নাম হলো 'দানসাগর', 'অদ্ভুতসাগর'।

প্রশ্ন ৩৮ *প্রাচীন বাংলার শেষ স্বাধীন সেন রাজা কে ছিলেন? তিনি কী উপাধি গ্রহণ করেন?*

উত্তর। প্রাচীন বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন।

- লক্ষ্মণ সেন 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ৩৯ *বাংলার সেন রাজাদের রাজ্যসীমা কী ছিল?*

উত্তর। বাংলার সেনরাজ্য পশ্চিমে মগধ ও মিথিলা থেকে পূর্বে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত এবং উত্তরে দিনাজপুর ও বগুড়া থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রশ্ন ৪০ *মুসলমানদের মধ্যে কে, কবে প্রথম বাংলা জয় করেন? এই সময় বাংলার রাজা কে ছিলেন?*

উত্তর। ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবকের সেনাপতি ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন-বিন-বখ্‌তিয়ার খল্‌জী অতর্কিতে বাংলার রাজধানী নদিয়া আক্রমণ করেন ও বাংলা জয় করেন।

- এই সময় বাংলার রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। তিনি আত্মরক্ষা করতে না পেরে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান।

Scanned with CamScanner

অবস্থিত।

প্রশ্ন ২ বাংলায় পালবংশের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয়েছিল?
অথবা, পালবংশের অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করো।
অথবা, 'মাৎস্যন্যায়' বলতে কী বোঝায়? কীভাবে এর অবসান ঘটে?

উত্তর। **ভূমিকা :** প্রাচীন যুগে বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক অধ্যায় হলো পালবংশের শাসনকাল। পালরাজাদের আদি বাসভূমি বা তাদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত বিদ্যমান আছে। তবে আধুনিক গবেষণার ফলে জানা যায় যে, পালরাজাদের আদি নিবাস ছিল উত্তরবঙ্গে (পুণ্ড্রবর্ধন)।

❑ **মাৎস্যন্যায় :** হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী গৌড়-রাজ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে এক দুর্যোগের সূত্রপাত হয়। অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও বাইরের শত্রুর আক্রমণে বাংলাদেশের সর্বত্র অরাজকতা দেখা দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় শাসকরা পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে, সবজায়গায় 'মাৎস্যন্যায়-এর' আধিপত্য চলতে থাকে। বাংলার অরাজকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিব্বতীয় গ্রন্থকার তারানাথ মন্তব্য করেছেন যে, বাংলায় রাজশক্তি না থাকায় প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সামন্ত, ব্রাহ্মণ ও বণিক নিজ নিজ এলাকায় খেয়াল-খুশি মতো রাজত্ব করতেন। এর ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না।

❑ **মাৎস্যন্যায়ের অবসান :** এই সঙ্কটময় অবস্থায় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সামন্তরা সবাই মিলে গোপাল নামে একজন জনপ্রিয় সামন্ত-নেতাকে রাজপদে নির্বাচিত করেন। ধীরে ধীরে দেশের অশান্তি ও অরাজকতা অবসান হয় এবং বাংলার বিখ্যাত পালবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মত প্রকাশ করেছেন দেশের চরম দুর্দিনে বাঙালি জাতি যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

❑ **পালবংশের প্রথম রাজা :** ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে গোপাল সামন্তদের সমর্থনে সিংহাসনে আরোহণ করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে সচেষ্ট হন। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকৃতিপুঞ্জের সমর্থনে গোপাল বাংলার রাজা রূপে নির্বাচিত হন। কারও মতে, সাধারণ মানুষ নয় বাংলার তৎকালীন সামন্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নির্বাচনের মাধ্যমে গোপালকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। এভাবেই বাংলায় পাল বংশের শাসন শুরু হয়। এই জন্য তাঁর রাজত্বকালে বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর

Scanned with CamScanner

রাজ্যের বিস্তৃতি বা শাসনকালের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নি। তবে তিনি **'কঞ্জাপতি'** এব
'গৌড়েশ্বর' নামে অভিহিত হতেন। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

❑ **উপসংহার ঃ** চারশ বছরব্যাপী পালযুগে বাংলা একদিকে যখন ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি
উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছিল, অন্যদিকে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক
নিজস্ব সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ৫ *কৈবর্ত বিদ্রোহের কারণ ও গুরুত্ব আলোচনা করো।*
অথবা, কৈবর্ত বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখো।
অথবা, কৈবর্ত বিদ্রোহ কোথায় ঘটেছিল? এই বিদ্রোহের কারণগুলি কী ছিল? (ব.বি. ২০১২)
অথবা, কৈবর্ত কাদের বলা হতো? কৈবর্ত বিদ্রোহ কী পালবংশের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান ছিল? (ব.বি. ২০১৬)

➩ উত্তর। **ভূমিকা :** পালরাজা তৃতীয় বিগ্রহ পালের (১০৫৪-১০৭২ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে পালসাম্রাজ্য খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়। এর পর দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু তিনি ছিলেন অযোগ্য শাসক; তাঁর কুশাসনের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রভূমির সামন্তরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। মহীপাল এই বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হয়ে নিহত হন। এই পরিস্থিতিতে কৈবর্ত জাতির নায়ক **দিব্য** বরেন্দ্রভূমিতে একটি স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন।

❑ **কৈবর্ত বিদ্রোহ :** কৈবর্ত বিদ্রোহের কারণগুলি হলো—

১। **দিব্যর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা :** কৈবর্ত নায়ক দিব্যের সঙ্গো মহীপালের সম্পর্ক সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় নি। **সন্ধ্যাকর নন্দীর** রচিত **'রামচরিত'** কাব্য থেকে জানা যায় যে, দিব্য পালরাজের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। দিব্য মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সামন্তদের সঙ্গো প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন কিনা তা বলা যায় নি। তবে বিদ্রোহীদের হাতে মহীপাল-এর মৃত্যু হলে দেশ ও দেশবাসীকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্য দিব্য সেই সুযোগে বরেন্দ্রভূমিতে নিজেকে **স্বাধীন নৃপতিরূপে** ঘোষণা করেন।

২। **কৈবর্তদের ক্ষোভ :** তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালেই অথবা তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর উত্তরবঙ্গো কৈবর্তরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কৈবর্তদের মাছ ধরার উপর পালরাজাদের বিধিনিষেধ আরোপ, কৃষিক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি ছিল এই বিদ্রোহের মূল কারণ। সুতরাং দিব্য স্বয়ং অত্যাচারী পাল-রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে দেশ ও দেশবাসী রক্ষা করেছিলেন এই প্রচলিত প্রবাদ আধুনিক ঐতিহাসিকরা যথার্থ মনে করেন না। **ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের** মতে, দিব্যকে দেশের ত্রাণকর্তা মহাপুরুষ বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। দিব্যকে 'রামচরিতে' 'দস্যু' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

❑ **বিদ্রোহের প্রসার :** কিন্তু দিব্য নিশ্চিন্ত মনে রাজত্ব করতে পারেন নি। তিনি পূর্ববঙ্গোর বর্ম বংশীয় রাজা জাতবর্মা ও রামপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বরেন্দ্র রাজ্য রক্ষা করতে সচেস্ট হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাতবর্মা দিব্যকে পরাজিত করেন। দিব্যর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই রুদ্রোক ও তাঁর পর রুদ্রোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব করেন।

❑ **কৈবর্ত বিদ্রোহের অবসান :** দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা রামপাল (১০৭৭-১১২০ খ্রিস্টাব্দ) বরেন্দ্রভূমি পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হন। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই অভিযানে রামপাল মগধ ও রাঢ় দেশের অনেক সামন্ত শাসনের সমর্থন পেয়েছিলেন। রামপালের হাতে কৈবর্ত-রাজ ভীমের মৃত্যু হয় এবং বরেন্দ্রভূমিতে কৈবর্ত শাসনের অবসান ঘটে।

❑ **উপসংহার :** ঐতিহাসিকদের একাংশের মতে, কৈবর্ত বিদ্রোহ ছিল পালবংশের বিরুদ্ধে এক অভ্যুত্থান। শেষপর্যন্ত কৈবর্ত শাসনের অবসান ঘটিয়ে রামপাল বাংলার পাল-রাজ্যের হৃত মর্যাদা ও শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন এবং বাংলায় আবার এক সুদৃঢ় রাজশক্তি স্থাপিত হয়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ২৬ *প্রাচীন ভারতে চোলদের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করো।* *(ব. বি. ২০০৪)*

অথবা, প্রাচীন ভারতের চোলদের সামুদ্রিক কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো। কে 'গঙ্গাইকোন্ড' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন? *(ব. বি. ২০১৫)*

উত্তর। ভূমিকা : প্রাচীনযুগে দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসে চোল শাসনকাল **'সুবর্ণ যুগ'** নামে পরিচিত কারণ চোলবংশের নেতৃত্বে দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হয়। আবার চোলরাজারা সামুদ্রিক কার্যকলাপের মাধ্যমে বহির্ভারতেও সাম্রাজ্যবিস্তার করেছিল। চোল-রাজ **প্রথম রাজরাজের** সময়কালে চোলদের সামুদ্রিক কার্যকলাপের সূচনা হয়।

❑ **সামুদ্রিক কার্যকলাপের উদ্দেশ্য :** চোলদের সামুদ্রিক কার্যকলাপ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে **মতভেদ** পরিলক্ষিত হয়। তবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হয়ে চোল শাসকরা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সামুদ্রিক অভিযান পরিচালনা করেন।

Scanned with CamScanner

সামুদ্রিক কার্যকলাপ : চোলরাজ **প্রথম রাজরাজ** (৯৮৫-১০১৩ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম।

১। **সিংহলের উত্তরাংশ জয় :** তিনি দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন অংশ জয় করার পাশাপাশি সিংহলের উত্তরাংশ জয় করে নিজসাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন।

২। **লাক্ষা দ্বীপ ও মালদ্বীপে প্রভুত্ব স্থাপন :** তাঁর শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে তিনি পশ্চিম সাগরের **লাক্ষা দ্বীপ ও মাল দ্বীপের** ওপরও প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। আরব বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি মালদ্বীপ থেকে আরব ব্যবসায়ীদের উৎখাত করবার জন্যই রাজরাজ মালদ্বীপে নৌ-অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এইরূপে তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে পর পর বহু রাজ্য জয় করে তিনি দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে ওঠেন।

রাজেন্দ্র চোলের সময় : রাজরাজ-এর মৃত্যুর পর **রাজেন্দ্র চোলদেব** চোলবংশের সিংহাসনে বসেন। তিনিই ছিলেন চোলবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি 'গঙ্গাইকোন্ড' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

রাজেন্দ্র চোল-এর মুদ্রা

১। **সিংহল জয় :** তিনি বহু রাজ্য জয় করে চোলসাম্রাজ্যের আয়তন ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। সিংহাসনে আরোহণের পরেই তিনি সমগ্র সিংহল অধিকার করেন।

২। **কেরল ও পান্ড্য রাজ্য জয় :** মালাবার উপকূল থেকে আরবদের প্রাধান্য দূর করার জন্য তিনি কেরল ও পান্ড্যরাজ্যকে নিজ অধিকারভুক্ত করেন। তিনি চোল নৌ-বাহিনীকে শক্তিশালী করে ভারতের ইতিহাসে প্রথম উপনিবেশিক সম্রাটরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন।

৩। **নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মালয় জয় :** তিনি তার শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের পেগু ও মালয় উপদ্বীপ জয় করেছিলেন।

৪। **শৈলেন্দ্র শ্রীবিজয় রাজ্য জয় :** দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শৈলেন্দ্র **শ্রীবিজয় রাজ্য** রাজরাজের আধিপত্য মেনে নেয়। এর ফলে চিনের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য শ্রীবিজয়ের শাসকদের প্রতিবন্ধকতা মুক্ত হয়।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় চোলদের সামুদ্রিক ক্রিয়াকলাপ ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। নিঃসন্দেহে বলা যায় সমসাময়িক ভারতবর্ষে চোলদের নৌ-শক্তি ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁদের নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠতার ফলে বঙ্গোপসাগর **'চোল হ্রদে'** পর্যবসিত হয়। শুধুমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নয়, চিনদেশের সঙ্গে চোলদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

Scanned with CamScanner